দৈনিক ইত্তেফাক

NOV. 07 1999

তারিখ ... NOV 08 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

14

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন প্রসঙ্গে

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে ৬৪টি জেলার মধ্যে মাত্র দুইটি জেলায় সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রহিয়াছে। অবশিষ্ট ৬২টি জেলায় উক্ত পদ শূন্য। অথচ সারা দেশের ৪৬০টি উপজেলায় কর্মরত উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের অনেকেই আজীবন এক পদে চাকুরী করিয়া অবসর নিয়াছেন। অনেকেই অবসর নিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু পদোন্নতির মুখ তাঁহারা দেখেন নাই। এমন নজিরও রহিয়াছে যে, পিতা আজীবন একপদে চাকুরী করিয়া বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের নিকট দায়িত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। পুত্র একপদে থাকিয়াই বৃদ্ধ বয়সে অবসরে গিয়াছেন। এই অবস্থায় সুস্থ- স্বাভাবিক পরিবেশ কেমন করিয়া বজায় থাকিবে? সারা দেশের সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (এডিপিইও)র পদসমূহ পূরণ না করিবার পিছনে বিভিন্ন কারণ রহিয়াছে। প্রধান কারণ হইতেছে, পদগুলি পূরণ করা হইলে প্রশাসনের উপর একটি নৈতিক চাপ পড়িবে- কর্মকর্তাদের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হিসাবে পদোন্নতি দিবার। স্বাভাবিকভাবেই জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের তখন উচ্চতর পদে পদোন্নতি প্রদান করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের উপরের ধাপগুলিতে কর্মরতদের সকলেই বহিরাগত বিধায় তাঁহারা কখনোই এমনটি চাহেন না এবং এভাবে পদোন্নতির গতিকে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। বর্তমানে এই বিভাগে যোগদানকারী প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার এন্ট্রি পোষ্ট হইল থানা শিক্ষা অফিসার। পরবর্তী ধাপসমূহ যথাক্রমে সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী-পরিচালক, উপ-পরিচালক এবং মহাপরিচালক- এন্ট্রি পোষ্টের চতুর্থ ও পঞ্চম ধাপ সহকারী পরিচালক ও উপ-পরিচালক পদে এই বিভাগে সরাসরি নিয়োগ দেওয়া হয়। কিংবা বিভিন্ন প্রকল্প হইতে পদায়ন করা হয়। এমতাবস্থায়, একদিকে উপরের ধাপে সরাসরি নিয়োগ অন্যদিকে বিরাজমান শূন্য পদসমূহ পূরণ না হওয়ায় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে চরম হতাশা বিরাজ করিতেছে। কিন্তু জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সযত্ন পরিচর্যা, লালন ও প্রতিভার যথার্থ বিকাশের জন্যই প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনে একটি সুন্দর পরিবেশ দরকার। এই উপলব্ধি হইতেই স্বতন্ত্র একটি প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার তৈয়ারির উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তাহা বাস্তবায়িত হইতে পারে নাই। বিশ্বের অন্যতম দশটি জনসংগঠনের একটি হইল বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ। কাজেই একটি স্বতন্ত্র ক্যাডারের মাধ্যমে এই বিভাগ পরিচালিত হইবে ইহাই যুক্তিযুক্ত। অন্তত যথাসময়ে পদোন্নতিপ্রাপ্তি যাহাতে নিশ্চিত হয় সেই ব্যবস্থা না করিলে কর্মকর্তারা হতাশায় নিমজ্জিত হইবেন- ইহাই স্বাভাবিক। আর তাই পদোন্নতির সুষ্ঠুনীতিমালা প্রণয়নের সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে বহিরাগত নির্বাহীদের প্রত্যাহার করিয়া নিতে হইবে। পদোন্নতি নীতিমালা এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসাবে যোগদানকৃত একজন ব্যক্তি যেন তাঁহার চাকুরী জীবন তথা ২৫/৩০ বৎসরের মধ্যে মহাপরিচালক বা তাহার নিকটবর্তী পদসমূহ অলংকৃত করিতে পারে। সেই সাথে থানা শিক্ষা অফিসারের উপরের সকল পদে মেধারভিত্তিতে পদোন্নতির মাধ্যমে উপরে উঠার সুযোগ সৃষ্টি করিতে হইবে। সুষ্ঠু প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের স্বার্থে উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।